আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং নেকীর দাওয়াত

21-August-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত........ 5
তাঁকে ছোটবেলা থেকেই পরিপূর্ণ দেখেছি........ 5
পঁচিশতম শরীফের আড়ম্বরতা 7
আ'লা হযরত শৈশব থেকেই মুবাল্লিগ ছিলেন 8
নিকৃষ্ট কে? 8
নেকীর দাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলুন !........ 9
আ'লা হযরত নিঃসংকোচে নেকীর দাওয়াত দিলেন 10
নেকীর দাওয়াত হিকমতে আ'মলীর মাধ্যমে দিন........ 11
আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর চমৎকার হিকমতে আমলী 12
ইলমে গায়বের মাসআলা বুঝতে পারলো ..!! 13
নম্রভাবে বোঝানোর উপকারীতা........ 14
চোখের দৃষ্টিতে নেকীর দাওয়াত 15
আ'লা হযরত ও ইলমী মুযাকারা (আলোচনা) 15
আ'লা হযরতের এক ইলমী মুযাকারা (আলোচনা) 17
আ'লা হযরতের নসিহত........ 19
১২টি দ্বীনি কাজের একটি দ্বীনি কাজ হলো প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা 19
সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব 20
ঘোষণা 21
দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া... 21
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:........ 21
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 21

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 22
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:.............................. 22
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 22
(৬) দরূদে শাফায়াত: 23
(১) এক হাজার দিনের নেকী 23
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 23
সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব.................................... 24
ঘরে প্রবেশ করার সময়কার দোয়া 24
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 25
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 26
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 28
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল... 28
মাসিক ৪টি নেক আমল 28
বার্ষিক ৩টি নেক আমল.. 29
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 29

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়ত করে নেবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, ঘুমানো, সাহরি বা ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা দম করা পানি পান করাও জায়েয নেই। তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত থাকে, তাহলে এসব কিছু সাময়িকভাবে জায়েয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়ত যেনো শুধুমাত্র পানাহার করা বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে- যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে তাকে ইতিকাফের নিয়ত করে নিতে হবে, কিছুক্ষণ **আল্লাহ**র যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে পানাহার করতে বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ فِیۡ یَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّۃٍ لَمۡ یَمُتۡ حَتّٰی یَرٰی مَقۡعَدَہٗ مِنَ الۡجَنَّۃِ অর্থাৎ যে আমার উপর

এক দিনে একহাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নেবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৬, হাদীস- ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাঁকে ছোটবেলা থেকেই পরিপূর্ণ দেখেছি

সায়্যিদী আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুহাম্মদ শাহ খান নামে একজন প্রতিবেশী ছিলেন। যার নাম ছিলো মুহাম্মদ শাহ খান। লোকেরা তাকে হাজী মানতাহান খান বলে ডাকতো। তিনি ছিলেন জমিদার আর বয়সে আ’লা হযরতের বড়।

মানুষ যদি জমিদার, ধনী, বয়সে বড় হয় তখন কিছু কিছু লোকের মাঝে বড়াই, গাম্ভীর্য ও কিছুটা অহংকার সৃষ্টি হয় আর সামাজিক কর্মকাণ্ডে মানুষ প্রতিবেশীর সামনে নিজের ঠাট-বাট দেখানোর চেষ্টা একটু বেশিই করে। কিন্তু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঐ জমিদার ও বয়স্ক প্রতিবেশী হাজী মুহাম্মদ শাহ ছিলেন অন্যরকম। সৈয়দ কানাআত আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন- একদিন দেখলাম হাজী মুহাম্মদ শাহ জমিদার, বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আস্তানা ঝাড়ু দিচ্ছেন। সায়্যিদী কানাআত আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তা পছন্দ হলো না, দ্রুত সামনে এসে তাঁর হাত থেকে ঝাড়ু নেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাজী সাহেব ঝাড়ু ফেরত না দিয়ে বললেন- বাবা! এ আমার জন্য গর্বের বিষয় যে আমি আমার পীর সাহেবের আস্তানা ঝাড়ু দিচ্ছি।

সায়্যিদ কানাআত আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অবাক হলেন, তিনি তখনো জানতেন না যে হাজী মুহাম্মদ শাহ সাহেবও আ'লা হযরতের মুরিদ। তাঁর অবাক হওয়া দেখে হাজী সাহেব বললেন- আমি বয়সে আ'লা হযরতের বড়। আমি তাঁর শৈশবও দেখেছি, যৌবনও দেখেছি আর এখন বার্ধক্যও দেখছি। আমি তাঁকে প্রতিটি কালে একইরকম দেখতে পেয়েছি। তখন গিয়ে হাতে হাত রেখেছি। বৃদ্ধ হলে তো সবাই বুযুর্গ হয়ে যায়।আ'লা হযরতকে শৈশব থেকেই দেখছি তিনি খুব প্রসিদ্ধ এবং অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

(জাহানে ইমাম আহমদ রযা, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০৮, উদ্ধৃত হায়াতে আ'লা হযরত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পঁচিশতম শরীফের আড়ম্বরতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বরকতময় সত্তা দুনিয়াতে ইসলামের জন্য অনেক বড় একটি নিয়ামত। যখন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিলো, গোমরাহি বেড়ে যাচ্ছিলো, বিদআত ব্যাপক হয়ে যাচ্ছিলো, مَعَاذَ اللّٰہ কুরআনের আয়াতের সারমর্ম পরিবর্তন করার নাপাক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো, ইসলামী আদর্শ বদলে ফেলার দুঃসাহস দেখানো হচ্ছিলো, এ সব ফিতনার মধ্যে **আল্লাহ পাক** আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর রূপে ইসলামী বিশ্বকে এক মহান নিয়ামত দান করেন। আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মুজাদ্দিদ রূপে আবির্ভূত হয়ে ফিতনার শিকড় উপড়ে ফেললেন। তিনি শত্রুদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলেন, বদ মাযহাবের শক্তি ভেঙ্গে দিলেন, বদ আকিদাকে নিঃশেষ করে দিলেন, আসল ইসলামী আকিদার সঠিক ব্যাখ্যা দিলেন। ইসলামী আক্বীদা, ইসলামের মহান আদর্শ, কুরআনের মর্যাদা ও মহত্ব, **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদার প্রহরী হয়ে রইলেন তিনি। তিনি বিদআত মিটিয়ে, সমাজ এর সংস্কার করে, মানুষকে নবী প্রেমের সুধা পান করালেন আর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ ফিতনার মূলোৎপাটন করে দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করলেন।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ ২৫ সফরুল মুযাফফর সকল আশিকানে রাসূল মহা আড়ম্বরে আমাদের ইমাম, ইমামে আহলে সুন্নাত সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উরসে পাকের খুশি উদযাপন করে। **আল্লাহ পাক** ওয়ালীয়ে কামিল সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সদকায় সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুক, আমাদেরকে ইশকে রাসূলের দৌলত দান করুক,

ফিতনা ভরা এই যুগে ঈমানের অটলতা ও পরকালে বিনা হিসাবে জান্নাত নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত শৈশব থেকেই মুবাল্লিগ ছিলেন

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবনীর দিকে তাকালে প্রতীয়মান হয় যে তাঁর মধ্যে নেকীর দাওয়াত দেয়া, মন্দ থেকে বাধা প্রদান করা ও উম্মতের সংশোধনের স্পৃহা কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো। তাঁর শৈশবের একটি ঘটনা খুব প্রসিদ্ধ। একবার ওস্তাদ সাহেব মাদরাসায় বাচ্চাদের সবক পড়াচ্ছিলেন, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও ঐ বাচ্চাদের মাঝে ছিলেন। ইতিমধ্যে এক বাচ্চা ক্লাসে প্রবেশ করলো, সে ওস্তাদকে সাহেবকে সালাম দিলো, ওস্তাদ সাহেবের মুখ থেকে নির্গত হলো- বেঁচে থাকো। তা শুনে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওস্তাদ সাহেবকে বিনয় সহকারে বললেন- শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ! সালামের উত্তরে তো وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা উচিৎ।

ওস্তাদ সাহেবও ছিলেন নেককার, তিনি শিশু মুবাল্লিগ অর্থাৎ সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুখ থেকে সংশোধনমূলক শুনে অসন্তুষ্ট তো হলেনই না বরং খুশি হয়ে নিজের প্রিয় ছাত্রকে অনেক দোয়া করলেন। **(হায়াতে আ'লা হযরত, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১০৭)**

নিকৃষ্ট কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে - আমাদেরকেও যখন কেউ ভালো কথা বলে, বোঝায়,

ভুল ধরিয়ে দেয় অথবা নেকীর দাওয়াত দেয় তখন তা খুশিমনে মেনে নিয়ে নিজের সংশোধন করা উচিৎ। আমাদের এখানে সাধারণত মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। নিজের বয়স, অবস্থান, পদ বা স্ট্যাটাস ইত্যাদির অন্তরালে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে সংশোধন করা থেকে বঞ্চিত রয়ে যায় । কিছু হতভাগা তো সংশোধনকারীকে অনেক কটু কথাও শুনিয়ে দেয়, বলে- "নিজের বয়স দেখো, তোমার এখনো কতটুকু বুঝ হয়েছে? কালকের বাচ্চা হয়ে আমাকে বোঝাতে এসেছো? ইত্যাদি। এর কম লোকের সাবধান হওয়া উচিৎ। যখন কেউ নেকীর দাওয়াত দেয় তখন নিজেকে সংশোধন করা দরকার। কেননা যে ব্যক্তি নেকীর দাওয়াত শুনে জেদ করে বসে থাকে সে হলো নিকৃষ্ট লোক। তাফসীরে নঈমীতে রয়েছে- নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো সে - যে উপদেশ বাণী বা **আল্লাহ পাকে**র নাম শুনে উল্টো জেদ করে বসে।

(তাফসীরে নঈমী, পারা- ২, সূরা বাকারা, আয়াতের ব্যাখ্যা- ২০৬, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা- ৩৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলুন !

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শৈশবের এর ঘটনা থেকে আরেকটি মাদানী ফুল পাওয়া যায় তা হলো - একজন মুবাল্লিগ প্রতিটি ক্ষেত্রে মুবাল্লিগ। আমাদের উচিৎ নেকীর দাওয়াত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে থাকা। ভুল হয় না কার? আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই মা'সূম নয়। কেউ বড়, কেউ ছোট। কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, গ্রাহক, মালিক অথবা কর্মচারী, সবারই ভুল হতে পারে। যদি আমরা পরিস্থিতি বুঝে, উপস্থিত ব্যক্তির মেজাজ বুঝে, হিকমতে আ'মলী

(কর্মকৌশল) সহকারে এক অপরকে নেকীর দা'ওয়াত দিতে থাকি, তবে, اِنْ شَآءَ الله ভুল ত্রুটি ও গুনাহের পরিমাণ কমে যাবে।

আ'লা হযরত নিঃসংকোচে নেকীর দাওয়াত দিলেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আপদমস্তক মুবাল্লিগ ছিলেন। তাঁর পুরো জীবন উম্মতের সংশোধনের কাজে কেটেছে । দিন হোক বা রাত, ঘরে কিংবা বাইরে, তিনি লিখে, মুখে বলে, বক্তব্য দিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রচার করতেন। এমনকি, দেকীর দাওয়াত দেয়া, মন্দ বিষয় থেকে বাধা দান করা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর স্বভাবের অংশ হয়ে গিয়েছিলো। সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দ্বিতীয় হজ্বের ঘটনা। সে দিন ছিলো জুমার দিন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জুমার নামায পড়ার জন্য এক মসজিদে গেলেন। ওখানকার খতীব সাহেব খুতবায় এমন একটি কথা বললেন যা শরয়ীভাবে সঠিক ছিলো না।নিজের শহর কিংবা নিজের দেশও ছিলো না; আবার মসজিদ, ভরা মজলিশ, খতীব সাহেব খুতবাও পড়ছেন। খতীবেরও তো নিজের প্রভাব বলতে কিছু থাকে। এমন অবস্থায় মানুষ সংকোচ করে, অনেক সময় ভয়ও হয় যে যদি ভরা মজলিসে আওয়াজ করি, না জানি লোকজন আমার সাথে কী আচরণ করে বসে? কিন্তু কুরবান হয়ে যান! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর স্বভাব ছিলো এমন যে, মন্দ কিছু দেখলে তা সংশোধন না করে বসে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। সুতরাং যখনই খতীব সাহেব শরীয়ত পরিপন্থী মন্তব্য করলেন, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মুখ মুবারক থেকে উঁচু আওয়াজে নিঃসংকোচে উচ্চারিত হলো- اَللّٰهُمَّ هٰذَا مُنْكَر হে **আল্লাহ,** এটা মন্দ।

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন- হাদীসে পাকে রয়েছে, যে ব্যক্তি মন্দ কাজ দেখে সে যেনো নিজের হাত দ্বারা প্রতিহত করে, যদি তা করার ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেনো মুখ দিয়ে বাধা দেয়, যদি মুখেও বাধা দিতে না পারে তবে যেনো অন্তরে খারাপ জানে আর এ হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা - ৪২, হাদীস- ৪৯)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমি এই হুকুমের মধ্যম পর্যায়ে আমল করেছি অর্থাৎ মুখে প্রতিরোধ করেছি এবং **আল্লাহর** রহমতে কারো আমার কাছে আসার সাহস হয়নি বরং এইভাবে নেকীর দাওয়াত দেওয়াতে এবং কোনো প্রকার ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকাতে ওখানকার উলামায়ে কিরাম আমাকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

(মালফূযাতে আ’লা হযরত, পৃষ্ঠা - ২০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত হিকমতে আ’মলীর মাধ্যমে দিন

এখানে একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। مَاشَآءَ الله সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক উঁচু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা অনেক উঁচু পর্যায়ের ছিলো। দুনিয়ার বড় বড় আলিমগণ তাঁর ইলমের শান ও শওকত দেখে গুণমুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাছাড়া আ’লা হযরত ওয়ালীয়ে কামিলও ছিলেন। তিনি যে এইভাবে খতীব সাহেবকে ধরেছেন এবং তাঁকে নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন, এ কাজ কেবল আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শোভা পায়। আমাদের মতো সাধারণ লোক যদি এইভাবে ইমাম ও খতীব সাহেবকে সংশোধন করে তাহলে তো বিপদ হতে পারে। একইভাবে যদি বড় কাউকে সংশোধন

করতে হয় তবে যথার্থ হিকমতে আ’মলী (কর্মকৌশল) ও আদব সহকারে করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চমৎকার হিকমতে আমলী

সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও নিজের বড়জন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের সংশোধন খুব সুন্দর হিকমতে আমলী (কর্মকৌশল) এর মাধ্যমে করতেন। মারহারা শরীফ হলো আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পীরের আস্তানা, ওখানকার সাজ্জাদানশীন হযরত মাহদী হাসান মিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন- আমি যখন বেরেলী আসতাম তখন আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই আমার জন্য খাবার নিয়ে আসতেন আর হাতও ধুয়ে দিতেন। একবার আমি বেরেলী এলাম, আমি স্বর্ণের আংটি আর ব্রেসলেট পরা ছিলাম। যথারীতি আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার হাত ধুয়ে দিলেন আর বললেন- “শাহযাদা হুযুর, এই আংটি ও ব্রেসলেট আমাকে দিয়ে দিন।” খুলে দিয়ে দিলাম।

তারপর বেরেলী শরীফের শিডিউল সম্পুর্ণ হওয়ার পর মুম্বাই চলে গেলাম। মুম্বাই থেকে যখন মারহারা শরীফ ফিরে এলাম তখন আমার কন্যা বলল- “আব্বাজান! বেরেলি শরীফের মাওলানা সাহেব (আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর কাছ থেকে একটা পার্সেল এসেছিলো। তাতে ব্রেসলেট, স্বর্ণের আংটি ও একটি চিঠি ছিলো। চিঠিতে লেখা ছিলো- শাহযাদি সাহেবা! এই দুইটি অলংকার আপনার জন্য।

(হায়াতে আ’লা হযরত, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৪৯)

চিন্তা করে দেখুন! সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কেমন হিকমতে আ’মলী সহকারে সাজ্জাদানশীনের সংশোধন করলেন। এটা জরুরী নয় যে কেউ যদি স্বর্ণের আংটি ইত্যাদি পরা থাকে, আমরাও তার হাত থেকে খুলে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দেবো। মোটকথা, যেখানে যেমন পরিবেশ সেখানে তেমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে হিকমতে আ’মলী (কর্মকৌশল) এর দৌলত দান করুক!

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি, দুল, ব্রেসলেট ইত্যাদি পরা জায়িয নেই ✲ আজকাল আমাদের সমাজের অনেক লোক খুব শখ করে স্বর্ণ অথবা বিভিন্ন ধাতুর আংটি, ব্রেসলেট ইত্যাদি পরে, যা নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৪২৬-৪২৮, খণ্ড- ১৬)** ✲ পুরুষের জন্য ঐ আংটি জায়িয, যা পুরুষের আংটির মতো অর্থাৎ শুধুমাত্র এক পাথর বিশিষ্ট আর যদি তাতে কয়েকটি (একাধিক) পাথর থাকে তবে তা যদি রুপারও তৈরি হয়, পুরুষের জন্য নাজায়িয। **(৫৫০ সুন্নাত ও আদব, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

ইলমে গায়বের মাসআলা বুঝতে পারলো ..!!

একবার সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খিদমতে এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো, সে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইলমে গায়বের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দে ভুগছিলো। সে আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খিদমতে প্রশ্ন করলো, সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ খুবই নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে, কুরআন ও হাদীসের দলিল দিয়ে তাকে বোঝালেন ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ঐ ব্যক্তি যে বিভ্রান্তির শিকার ছিলো, তা দূর হয়ে গেলো। কিছুদিন পর এক হাফিয সাহেব আ'লা হযরতের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলো- হুযুর, ঐ ব্যক্তি (যার ইলমে গায়ব নিয়ে সন্দেহ ছিলো) যখন এখান থেকে চলে যাচ্ছিল, সে রাস্তার মধ্যেই বলতে লাগলো- আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কথাগুলো আমার হৃদয় কবুল করেছে, এখন আমি اِنْ شَآءَ الله তাঁর মুরীদ হবো। **(মালফূযাতে আ'লা হযরত, ৯০ পৃষ্ঠা)**

নম্রভাবে বোঝানোর উপকারীতা

ঐ হাফিয সাহেব যখন বলল যে ঐ ব্যক্তি মাসআলা বুঝতে পেরেছে এবং সে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুরিদ হতে চায়, তখন সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মাদানী ফুল পেশ করতে গিয়ে বললেন- দেখো, নম্রতার উপকারীতা কখনোই কঠোরতা দিয়ে পাওয়া যায় না। যদি ঐ ব্যক্তির সাথে কঠোর আচরণ করা হতো তবে তা কখনোই সম্ভব হতো না (অর্থাৎ কঠোরতার সাথে বোঝানো হলে সঠিক মাসআলা বোঝা সম্ভব হতো না এবং সঠিক দ্বীনি মাসআলা থেকে আরও দূরে সরে যেতো)। আরও বলেন- যেসব লোকের আক্বীদা مُذَبذَب (অর্থাৎ দূর্বল), তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।

(মালফূযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা - ৯০)

মনে রাখবেন! যদি কোনো ব্যক্তি আকিদার ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয় তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের উচিৎ তার সাথে তর্ক বিতর্ক না করা বরং তাকে কোনো আশিকানে রাসূল মুফতী সাহেবের খিদমতে নিয়ে যাওয়া, মুফতী সাহেব কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে দেবেন, اِنْ شَآءَ الله সংশোধনের পথ উন্মুক্ত হবে।

চোখের দৃষ্টিতে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদী আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওয়ালীয়ে কামিল ছিলেন। তিনি অনেক সময় কারামতের মাধ্যমেও মানুষের সংশোধন করতেন। যেমন- ১৩২৯ হিজরির কথা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লামা শাহ ওয়াসী' আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে অবস্থান করছিলেন। এর এরমধ্যে সায়্যিদী ফরযন্দ আলী সাহেব আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে দেখা করতে এলেন। সৈয়দ সাহেবের দাড়ি কাটা ছিলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেকক্ষণ ধরে গভীর দৃষ্টিতে সৈয়দ সাহেবের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সৈয়দ সাহেব বলেন- তাঁর দৃষ্টিতে আমার ঘাম ছুটলো, মনে হচ্ছিলো যেন একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল আমাকে দাড়ি রাখার জন্য নীরবে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার হিদায়ত নসীব হয়েছে এবং আমি দাড়ি কামানো থেকে তাওবা করেছি। (হায়াতে আ'লা হযরত, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা- ২৩৮)

سُبْحٰنَ الله! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কত উঁচু শান...!!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত ও ইলমী মুযাকারা (আলোচনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সমগ্র জীবন নেকীর দাওয়াতের কাজে ব্যয় হয়েছে। ব্যক্তির সংশোধন ও সমাজ সংশোধনের জন্য আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক পন্থা অবলম্বন করেছেন। নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া ও মানুষের মাঝে

ইলমের আলো বিতরণের লক্ষ্যে সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি খুব প্রিয় কাজ ছিলো যে তিনি ইলমী মুযাকারা (আলোচনা) করতেন। আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতিদিনের অভ্যাস ছিলো যে আসরের নামায পড়ে ঘরের বৈঠকখানার চারপায়াতে তাশরিফ রাখতেন, আশেপাশে চেয়ার রাখা হতো, লোকজন সাক্ষাত করতে এলে চেয়ারে বসতো। এরমধ্যে সাক্ষাতের জন্য আগত ব্যক্তিরা নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে জানাতেন, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হতো। প্রত্যেকের খোঁজখবর নিতেন। ইলম, হিকমত ও বরকতের ধারা প্রবাহিত হতো। মানুষ বিভিন্ন প্রশ্ন করতো, নিজের ইলমী সমস্যা উত্থাপন করতো আর আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেগুলোর উত্তর প্রদান করতেন। এইভাবে আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমী পরিপূর্ণতার মাধ্যমে আওয়াম ও আলেম (সাধারণ মানুষ ও উলামা) সকলেই ধন্য হতেন ।

(আক্বা ﷺ কা জাদওয়াল, পৃষ্ঠা - ৩৩, ৩৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকে আ’লা হযরত, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও প্রতি সপ্তাহে ইশার নামাযের পর মাদানী চ্যানেলে লাইভ মাদানী মুযাকারা করেন। যেখানে বিশ্বজুড়ে আশিকানে রাসূল বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন আর আমীরে আহলে সুন্নাত কুরআন, হাদীস এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ইলম ও হিকমতে ভরপুর উত্তর প্রদান করেন। মূলত শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমী মুযাকারা (আলোচনা) এর ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাহে রবিউল আওয়াল খুব কাছেই। রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদরাত থেকে শুরু করে বার তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ইশার নামাযের পর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী চ্যানেলে লাইভ মাদানী মুযাকারা করে থাকেন। আপনারাও রবিউল আউয়ালের এই ১২টি মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করুন এবং ইলম ও হিকমতের মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। **আল্লাহ পাক** আমল করার তাওফিক দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আ’লা হযরতের এক ইলমী মুযাকারা (আলোচনা)

২৮ রজবুল মুরাজ্জব ১৩৩৭ হিজরি, জুমার দিন। সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জবলপুর তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তখন আসরের কাছাকাছি সময়। মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ জমায়েত হলো। বিভিন্ন বিষয়ে ইলমী প্রশ্নোত্তর শুরু হলো। সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ঐ সময় বদমাযহাবী ও খারাপ লোকদের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মাদানী ফুল দিচ্ছিলেন।

শাহযাদায়ে আ’লা হযরত আল্লামা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন- ঐ মজলিসে কিছু লোক ছিলো যারা বদমাযহাবীদের সাথে ওঠাবসা করতো। আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মূল্যবান উপদেশ শুনে তারা মনে মনেই নিজেদেরকে তিরস্কার করছিলো এবং হঠাৎ হঠাৎ কোনো এক কোনা থেকে তাওবা ও ইস্তিগফারের আওয়াজও ভেসে আসছিলো।

এমতাবস্থায় এক অনুতপ্ত ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো আর সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কদমে পড়ে তাওবা করতে লাগলো।

তখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন- ভাইয়েরা, এটা রহমত অবতীর্ণ হওয়ার সময়। সকলে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করুন। যাদের গুনাহ গোপন, তারা মনে মনে তাওবা করুন আর যাদের গুনাহ প্রকাশ্য, তারা প্রকাশ্যে তাওবা করুন। সকলে সত্যমনে তাওবা করুন কেননা **আল্লাহ পাক** এভাবেই তাওবা কবুল করেন। আমি দোয়া করছি **আল্লাহ পাক** আপনাদের সকলকে অটলতা দান করুক।

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই কয়েক বাক্যে মজলিশের চেহারাই বদলে গেলো । তাঁর পবিত্র কথার প্রভাব এমন ছিলো যে মানুষ বিলাপ করে করে কান্না করতে লাগলো। অন্য রকম এক পরিবেশের অবতারণা হলো সেখানে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোদ নিজে কান্না করে করে মাগফিরাতের দোয়া করছিলেন। শাহযাদায়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা অনুযায়ী ঐসময় ১০৭ জন লোক গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর পথের মুসাফির হয়েছিলো । **(মালফূযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা- ৩০২)**

আল্লাহ পাক সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরকেও সত্যিকার তাওবা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরতের নসিহত

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি সেগুলোর মৌখিক উত্তর প্রদান করেছেন। শাহযাদায়ে আ'লা হযরত মুফতীয়ে আযম হিন্দ, হযরত আল্লামা মুস্তফা রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মালফূযাতে আ'লা হযরত নামে একটি কিতাবে ঐ সব প্রশ্নোত্তর সংকলন করেছেন।

খুবই তথ্যবহুল ও চমৎকার একটি কিতাব, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ আল মদীনাতুল ই'লমিয়া (Islamic Research Cenrtre) এ নিয়ে কাজ করেছে। এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের একটি দ্বীনি কাজ হলো প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হৃদয়ে নবী প্রেমের শিখা প্রজ্বলিত করতে, **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত বান্দা হতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সাব-ইউনিটের ১২ দ্বীনি কাজে জোরেশোরে অংশগ্রহন করুন! এর اِنۡ شَآءَ الله এর বরকতে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। সাব-ইউনিটের ১২ দ্বীনি কাজের একটি দ্বীনি কাজ হলো প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে বিভিন্ন মসজিদ ইত্যাদিতে আয়োজিত প্রাপ্তবয়ষ্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় বয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে তাজভীদ সহকারে পবিত্র কুরআন শেখানো হয় এবং পাশাপাশি শরীয়তের মৌলিক, প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়িল এবং সুন্নাত ও আদব শেখানো হয় । আপনারাও প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান, যদি আপনারা কুরআনে পাক না পড়ে থাকেন তবে পড়তে শিখুন আর যদি আপনারা কুরআনে পাক পড়তে জানেন এবং পড়াতে পারবেন তবে অন্যদের পড়ান। হাদীসে পাকে রয়েছে: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।"

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, ৩/৪১০, হাদীস ৫০২৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে শুনি- প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সবচাইতে উত্তম সূরমা হচ্ছে 'ইসমাদ'। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। **(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭)** ☆ পাথুরী সূরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়তে পুরুষের লাগানো মাকরূহ আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। **(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫৯)** ☆ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০)**

ঘোষণা

সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى
الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।
(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২১ আগস্ট ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট, (৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

✵ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি; (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই শলাই দুইবার করে, আর শেষে এক শলাই সুরমা উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) ✵ এ রকম করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। ✵সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করতেন, তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘরে প্রবেশ করার সময়কার দোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "ঘরে প্রবেশ করার সময়কার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلَجِ وَخَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا

وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَی اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

(সুনানে আবু দাউদ, ৪/৪২০, হাদীস ৫০৯৫)

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়ার জায়গাসমূহের কল্যাণ প্রত্যাশা করছি, আল্লাহর নামে আমি ভেতরে আসি এবং আল্লাহর নামে বাইরে যাই আর আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ভরসা করছি। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা ২০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার

কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে

কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد